Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501004

OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75

SJIF Impact Factor 3.481

Manu's Rajadharma and Contemporary Administrative Systems
মনুর রাজধর্ম ও সমসাময়িক শাসনব্যবস্থা

Biswajit Mandal
SACT-I
Sanskrit Department
Vivekananda Mission College

Received on: 18th March 2026
Accepted on: 28th March 2026

Abstract:
Among the ancient writers of Smriti, the name of Acharya Manu is most notable. Although the names of about twenty ancient writers of Smriti are found, the books written by each of them are no longer available today. Those books have disappeared due to the ravages of time. Among the available religious scriptures, the Manusamhita or Manusmriti written by Acharya Manu is the best. The Smriti Shastras are basically the source books of our social rules and regulations. The governance system, rules and regulations of the present society can be said to be the Sanskrit form of the rules and regulations of the ancient religious scriptures. Just as social rules and regulations are needed to build a just society, so are the need for competent social administrators. Acharya Manu, the ancient writers of religious scriptures, have discussed this issue in detail in their works. The main purpose of writing the article is to review the similarities and differences between the rules and regulations of Acharya Manu and the current social rules and regulations.

Key Words:
Anarchy, punishment, sensual pleasures, fortress, war policy.

মূল প্রবন্ধ

আচার্য মনুর মতে, প্রাচীনকালে অরাজক বা রাজাহীন সমাজে সামাজিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলে পরে সেই সামাজিক বিশৃঙ্খলা অবলুপ্তির জন্য ঈশ্বর রাজা সৃষ্টি করেছেন। ইন্দ্র, অনিল, যম, সূর্য প্রভৃতি দেবতাদের সারভূত অংশ থেকে তিনি এই রাজা সৃষ্টি করেছেন। মনুর ভাষায় —

"অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্বস্য রাজানমসৃজত্ প্রভুঃ।।
ইন্দ্রানিলযমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ।।"[১]

© Santiniketan Sahityapath

তাই দেবাংশভূত এই রাজা তেজবান্, তিনি তাঁর তেজের দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে অভিভূত করেন। এই রাজা বালক হলেও তাঁকে কখনো অবজ্ঞা করা উচিত নয় কারণ তার মধ্যে দেবতার সারভূত অংশ বিদ্যমান। তাঁকে অবজ্ঞা করা দেবতাকে অবমাননা করারই সমান। এই রাজা দেশ, কাল, পাত্র প্রভৃতি বিবেচনা করে কার্যসিদ্ধির জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন। রাজার শাসন রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং রাজ্যের জনগণের কল্যাণসাধনে রাজাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।

প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে ঈশ্বরসৃষ্ট রাজা বর্তমান সমাজের শাসক তুল্য। শাসক বলতে এখানে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গকে বোঝানো হয়েছে। এই সকল শাসক সম্প্রদায় স্মৃতি শাস্ত্রের মতো ঈশ্বরসৃষ্ট নয়, এঁরা দেবতার অংশভূতও নয়। বর্তমান শাসক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন। আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনের দ্বারা জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে থাকেন। আবার বিভিন্ন দেশের নির্বাচন পদ্ধতিও বিভিন্ন ধরনের। আমাদের ভারতীয় নির্বাচনের প্রধানত তিনটি দিক। জাতীয় স্তরে লোকসভা নির্বাচন, রাজ্য স্তরে বিধানসভা নির্বাচন ও আঞ্চলিক স্তরে পঞ্চায়েত নির্বাচন বা পৌরসভা নির্বাচন হয়ে থাকে। লোকসভা নির্বাচনের দ্বারা প্রধানমন্ত্রী ও সংসদরা নির্বাচিত হন। রাজ্যস্তরীয় বিধানসভা নির্বাচনের দ্বারা নির্বাচিত হন মুখ্যমন্ত্রী ও বিধায়কগণ। এবং আঞ্চলিক স্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন ও পৌরসভা নির্বাচনের দ্বারা নির্বাচিত হন পঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েত প্রধান, পৌরসদস্য, পৌরপ্রধান প্রভৃতি প্রতিনিধিবর্গ। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক নির্বাচনও আমাদের দেশে লক্ষ করা যায়। প্রত্যেক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্রিয়াকলাপ নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। রাজ্যস্তরীয় প্রধান বা রাজাতুল্য হলেন মুখ্যমন্ত্রী এবং জাতীয় স্তরে প্রধান বা রাজাতুল্য হলেন প্রধানমন্ত্রী। এক্ষেত্রে জাতীয় স্তরে সর্বোচ্চ পদাধিকারিক রাষ্ট্রপতিও রাজাতুল্য হতে পারেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অনেক দেশে প্রধানমন্ত্রী থাকেন না,পরিবর্তে রাষ্ট্রপতিরাই প্রধান হন (যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)। আমাদের দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী-সহ সকল স্তরের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভূমিকাই জাতির অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যাইহোক, প্রাচীন ও বর্তমান — উভয়কালে শাসনব্যবস্থার পদ্ধতি ও ধরন যাই হোক না কেন রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজ্যপ্রধান (রাজস্থানীয় ব্যক্তি) সেকালে ছিলেন, বর্তমানে আছেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন। শাসকহীন সমাজ বসবাসের অযোগ্য।

ঈশ্বর যে শুধু রাজাকেই সৃষ্টি করেছেন এমন নয়; রাজার কার্য সাধনের জন্য, প্রত্যেক প্রাণীকে স্বধর্মে ব্যবস্থিত রাখার জন্য তেজোময় দণ্ডকেও সৃষ্টি করেছেন —

> "তস্যার্থে সর্বভূতানাং গোপ্তারং ধর্মমাত্মজম্।
> ব্রহ্মতেজোময়ং দণ্ডমসৃজত্ পূর্বমীশ্বরঃ ।।"[২]

প্রাচীনকালের ন্যায় আমাদের বর্তমান সমাজেও দণ্ডের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। তবে এই দণ্ড যেমন ঈশ্বর সৃষ্ট নয় তেমনি রাজাতুল্য শাসকগণও এই দন্ডের প্রয়োগকর্তা নন। বর্তমান ভারতীয় দণ্ডবিধি সংবিধানানুসারী। সংবিধানের বিভিন্ন ধারাকে অনুসরণ করে বিভিন্ন প্রকার অপরাধের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের দন্ড প্রয়োগ হয়ে থাকে। লঘু অপরাধের ক্ষেত্রে লঘুদণ্ড এবং গুরু অপরাধের ক্ষেত্রে গুরুদণ্ড প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ভারতীয় বিচারব্যবস্থা এই দণ্ড প্রয়োগের ক্ষেত্রে সার্বিক ভূমিকা পালন করে। ভারতীয় বিচারব্যবস্থা পরিচালিত হয় ন্যায়ালয় থেকে। ভারতীয় ন্যায়ালয়ের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যেমন জেলা আদালত, উচ্চ আদালত, সর্বোচ্চ আদালত ইত্যাদি। বিচারক, আইনজীবী প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ এই বিচারকার্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন প্রকার দণ্ডবিধি নির্মাণের ক্ষেত্রে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও রাষ্ট্রপ্রধান (রাষ্ট্রপতি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যে দেশের সংবিধান যত উন্নত, যে দেশের বিচারব্যবস্থা যত উন্নত সেই দেশে ভ্রষ্টাচার ততই কম।

রাজা রাজ্য পরিচালনা করেন, তিনিই রাজ্যের প্রধান। রাজ্যের সকল প্রজাই রাজার অধীন। তাই রাজার সর্বদা ন্যায় সঙ্গত আচরণ করাই কর্তব্য। তিনি নিজ রাজ্যের প্রজাদের সঙ্গে যেমন ন্যায়সঙ্গত আচরণ করবেন তেমনি শত্রুর প্রতি কঠোরদণ্ড বিধান করবেন। তিনি আবার বন্ধুদের প্রতি যেমন সরল মনোভাবাপন্ন হবেন ও ব্রাহ্মণদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন। এইরূপ আচরণকারী রাজাদের যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, আর বিপরীত আচরণকারী রাজারা দিকে দিকে নিন্দিত হন। উত্তম গুণসম্পন্ন রাজারা প্রত্যহ সকালে উঠে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সেবা করবেন ও তাদের উপদেশ গ্রহণ করবেন, তাদের কাছ থেকে বিনয় শিক্ষা করবেন। কারণ বিনয়ী রাজারাই

© Santiniketan Sahityapath

রাজ্যের উন্নতি সাধন করতে পারেন। দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে মনু বলেছেন, বেন, নহুষ প্রভৃতি রাজারা অবিনয়ের কারণে যেমন বিনষ্ট হয়েছেন তেমনি অন্যদিকে পৃথু, মনু, কুবের প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ বিনয়বশত উন্নতি লাভ করেছেন —

"বেনো বিনষ্টোঽবিনয়ান্নহুষশ্চৈব পার্থিবঃ।
সুদাঃ পৈজবনশ্চৈব সুমুখো নিমিরেব চ।।
পৃথুস্তু বিনয়াদ্ রাজ্যং প্রাপ্তবান্ মনুরেব চ।
কুবেরশ্চ ধনৈশ্বর্যং ব্রাহ্মণ্যঞ্চৈব গাধিজঃ।।"[৩]

এরূপ বিনয়ী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা তর্কবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষা লাভ করবেন। সর্বোপরি রাজার আচরণ হবে শোভনীয়।

রাজার আচরণ সম্পর্কিত মনুর এই নীতিগুলি সর্বকালের রাজ্যপ্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধানদের অনুকরণীয়। শুধু রাষ্ট্র কিংবা রাজ্যের প্রধানরাই অনুকরণ করবেন এমন নয়, নির্বাচিত সকল জনপ্রতিনিধিরাই এই নিয়মগুলি অনুকরণ করবেন। ন্যায়াচরণ সম্পাদনকারী এবং জনদরদী জনপ্রতিনিধিরা পুনঃপুনঃ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন, তাদের যশ-খ্যাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্যদিকে বিপরীত আচরণ সম্পাদনকারীরা বেন, নহুষ প্রভৃতি রাজাদের ন্যায় ক্রমশ অধোগতি প্রাপ্ত হয়। জনপ্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য ন্যায় আচরণ সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রতিনিধিরা বিভিন্ন বিষয়ে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করবেন। কারণ অজ্ঞ ব্যক্তি কখনো প্রকৃষ্ট শাসক হতে পারেন না।

রাজাদের ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ইন্দ্রিয়জয়। রাজা হবেন জিতেন্দ্রিয়। জিতেন্দ্রিয় রাজাই প্রজাদেরকে যথার্থভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলির বশবর্তী না হয়ে ইন্দ্রিয় সমূহকে বশে রাখার নামই হলো ইন্দ্রিয়জয়। জিতেন্দ্রিয় রাজা খুব যত্ন সহকারে ব্যসন সমূহকে বর্জন করবেন। ব্যসনাশক্ত রাজা ক্রমশ অধোগতিপ্রাপ্ত হতে হতে একসময় বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আচার্য মনুর মতে ব্যসন সংখ্যায় ১৮টি। এদের মধ্যে ১০টি কামজ ব্যসন ও ৮টি ক্রোধজ ব্যসন। এবিষয়ে মনুসংহিতার দুটি বিখ্যাত শ্লোক —

"মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরিবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ।
তৌর্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ।।
পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহ ঈর্ষ্যাসূয়ার্থদূষণম্।
বাক্‌দণ্ডজং চ পারুষ্যং ক্রোধজোঽপি গণোঽষ্টকঃ।।"[৪]

এই সকল প্রকার ব্যসনের মূলেই রয়েছে লোভ। তাই লোভকে জয় করতে পারলেই এই দুই প্রকার ব্যসনকে পরিত্যাগ করা সম্ভব।

আচার্য মনুর এই নীতি অনুসরণ করে আমাদের বর্তমান সমাজের জনপ্রতিনিধিরাও জিতেন্দ্রিয় হবেন। তাঁরা কামক্রোধাদি অরিষড়্বর্গকে বিসর্জন দিয়ে ইন্দ্রিয় সমূহকে বশে আনবেন। যে সকল জনপ্রতিনিধিরা ইন্দ্রিয়াসক্ত, ভোগবিলাসে মত্ত তাঁদের দ্বারা কখনো জনহিতকর কার্য সম্পাদিত হতে পারেনা। লোভী শাসক লোভের বশবর্তী হয়ে জনগণকে শোষণ করে। আমাদের বর্তমান সমাজে আমরা প্রায়ই লক্ষ করি জনপ্রতিনিধিরা লোভের বশবর্তী হয়ে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করছেন, কখনো বা কামের বশবর্তী হয়ে শ্লীলতাহানী রূপ নিকৃষ্টকর্মে প্রবৃত্ত হচ্ছেন, কখনো আবার ক্রোধের বশবর্তী হয়ে প্রতিপক্ষকে নানাভাবে আক্রমণ করছেন। সার্বিকভাবে তাঁরা সামাজিক সংস্কৃতিকে ধ্বংস করছেন। এই সকল আচরণ সভ্য সমাজের পরিপন্থী।

রাজার একার পক্ষে সমস্ত রাজ্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই রাজা তাঁর প্রয়োজন মতো মন্ত্রী, দূত, চর প্রভৃতি নিয়োগ করবেন। আচার্য মনুর মতে রাজা সাতজন বা আটজন ব্যক্তিকে মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করবেন। যাঁরা হবেন শাস্ত্রজ্ঞ, বীর, শুদ্ধ, অস্ত্রবিদ ও সদ্বংশজাত। নিযুক্ত মন্ত্রীদের সঙ্গে সর্বদা বিভিন্ন বিষয়ে মন্ত্রণা করেই সিদ্ধান্ত স্থির করবেন। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে মন্ত্রণা যেন কোনোভাবে বাহিরে প্রকাশ না পায়। তাই পাহাড়ের উপরে আরোহণ করে কিংবা প্রাসাদের নির্জন স্থানে অথবা জনহীন স্থানে রাজা মন্ত্রণা করবেন। জড়, মূক, বধির, তির্যক যোনিজাত পশুপাখি, স্ত্রীলোক প্রভৃতিকে মন্ত্রণ স্থান থেকে দূরে রাখবেন। মন্ত্রী নিয়োগের পাশাপাশি রাজাকে প্রয়োজনমতো কর্ম সচিব নিয়োগের পরামর্শও মনু দিয়েছেন। এছাড়াও রাজ্য পরিচালনার জন্য বিশেষত সংবাদ

আদান-প্রদানের জন্য রাজা দূত নিয়োগ করবেন। এই দূতরা হবেন সদ্বংশজাত, শুচি, দক্ষ, স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, বাগ্মী, দেশকালজ্ঞ ও নির্ভীক —

"দূতং চৈব প্রকুর্বীত সর্বশাস্ত্রবিশারদম্।
ইঙ্গিতাকারচেষ্টজ্ঞং শুচিং দক্ষং কুলোদ্গতম্।।"[৫]

প্রাচীনকালের ন্যায় আমাদের বর্তমান রাজ্যব্যবস্থা বা রাষ্ট্রব্যবস্থাতেও রাজকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য মন্ত্রী, সচিব, দূত প্রভৃতি নিয়োগ করা হয়ে থাকে। মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে আলোচনা করেই রাষ্ট্রপ্রধানগণ রাজ কার্যনির্ধারণ করেন। আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় দুই ধরনের মন্ত্রীপদ লক্ষ করা যায় — কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও রাজ্য মন্ত্রী। জাতীয় স্তরের কার্যসম্পাদনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদ ও রাজ্যস্তরের কার্যসম্পাদনে রাজ্যের মন্ত্রীপরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মন্ত্রীদের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রত্যেক মন্ত্রকের অধীনে সচিব নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার জন্য সরকার দূত নিয়োগ করে থাকেন। গোপন সংবাদ সংগ্রহের জন্য বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের চররূপে নিয়োগ করে থাকেন।

বাসস্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজা বিশেষ যত্নশীল হবেন। রাজা এমন স্থানে বসবাস করবেন যেখানে আলো, বাতাস, জল, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সুলভ। এইরূপ নির্দিষ্ট স্থান নির্বাচন করে, সেই স্থানে দুর্গ নির্মাণ করে তার অভ্যন্তরে রাজা বসবাস করবেন। মনুর ভাষায় —

"তস্য মধ্যে সুপর্যাপ্তং কারয়েদ্ গৃহমাত্মনঃ।
গুপ্তং সর্বর্তুকং শুভ্রং জলবৃক্ষসমন্বিতম্।।"[৬]

দুর্গ শব্দের অর্থ হলো দুর্গম স্থান, যেখানে সহজে কেউ প্রবেশ করতে পারে না। শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সর্বদা দুর্গকে আশ্রয় করাই বাঞ্ছনীয়। আচার্য মনুর মতে দুর্গ ছয় প্রকার। যথা, মরুবেষ্টিত দুর্গ, পাথর বা ইট দিয়ে তৈরি দুর্গ, জলবেষ্টিত দুর্গ, বৃক্ষবেষ্টিত দুর্গ, চতুরঙ্গা বাহিনীবেষ্টিত দুর্গ ও পার্বত্য দুর্গ। এই ছয় প্রকার দুর্গের মধ্যে গিরি দুর্গ সবচেয়ে সুবিধা যুক্ত। তাই এই দুর্গাকে আশ্রয় করা রাজার পক্ষে সবচেয়ে বেশি মঙ্গালকর। দুর্গগুলির মধ্যে কোনো এক প্রকার দুর্গকে আশ্রয় করে তার মধ্যে সর্ব ঋতুতে বসবাসযোগ্য একটি বাস গৃহ নির্মাণ করে তাতে বসবাস করবেন।

বাসস্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে মনুর মতামত আজও সার্বিকভাবে অনুকরণ করে চলেন ভারতীয় শাসকগণ। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল, মন্ত্রী, সচিব প্রভৃতি প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গের বাসভবন ও বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক কার্যালয় নির্মাণের জন্য এমন স্থান নির্বাচন করা হয় যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত, যেখানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহজেই পাওয়া যায়, যে স্থানে শত্রুরা সহজে পৌঁছতে পারে না। এছাড়া প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গের বাসভবন কিংবা বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক কার্যালয়কে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সেগুলিকে নিরাপত্তা বলয়ের দ্বারা বেষ্টিত করে রাখা হয়।

রাজার প্রধান কর্তব্য হলো রাজ্যরক্ষা। পার্শ্ববর্তী শত্রু রাজারা যদি রাজ্য দখল করতে চায় তাহলে যুদ্ধের দ্বারা শত্রুপক্ষকে বিনাশ করাই রাজার প্রধান লক্ষ হওয়া উচিত। শত্রুপক্ষ যদি রাজাকে যুদ্ধে আহ্বান করে তাহলে সেই যুদ্ধ থেকে কখনোই বিরত হওয়া উচিত নয়। তবে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে যুদ্ধনীতি অর্থাৎ বেশ কিছু নিয়ম অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে গুপ্ত অস্ত্র, তীক্ষ্ণবাণ, বিষাক্ত বাণ ও অগ্নিফলকযুক্ত বাণ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। যুদ্ধ করার সময় ভূমিতে থাকা ব্যক্তিকে, নপুংসক ব্যক্তিকে, করজোড়ে থাকা ব্যক্তিকে, মুক্তকেশী ব্যক্তিকে, উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তিকে হত্যা করা নিষিদ্ধ। এছাড়াও নিদ্রিত, বর্মহীন, বিবস্ত্র, নিরস্ত্র, ভগ্নাস্ত্র, আহত ও ভীত ব্যক্তিদেরকেও যুদ্ধে হত্যা করা নিষিদ্ধ —

"ন চ হন্যত্ স্থলারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিম্।
ন মুক্তকেশং নাসীনং ন তবাস্মীতিবাদিনম্।।
ন সুপ্তং ন বিসন্নাহং ন নগ্নং ন নিরায়ুধম্।
নাযুধ্যমানং পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতম্।।
নায়ুধব্যসনপ্রাপ্তং নার্ত্তং নাতিপরিক্ষতম্।

© Santiniketan Sahityapath

ন ভীতং ন পরাবৃত্তং সতাং ধর্মমনুস্মরণ্।।"[৭]

যুদ্ধের কাল বিষয়ে আচার্য মনু বলেছেন, অগ্রহায়ণ মাস, ফাল্গুন মাস কিংবা চৈত্র মাস যুদ্ধ যাত্রার ক্ষেত্রে উপযুক্ত সময়। তবে জয় সম্পর্কে নিশ্চিত থাকলে অন্য সময়ও যুদ্ধযাত্রা করতে পারেন। যুদ্ধ করার সময় সৈন্যদেরকে উপযুক্তভাবে সজ্জিত করতে হবে বা ব্যূহ নির্মাণ করতে হবে। স্থান বিবেচনা করে যুদ্ধ করতে হবে। যেমন, সমতল ভূমিতে রথ ও ঘোড়ার সাহায্যে, জলপূর্ণ স্থানে নৌকা ও হস্তির সাহায্যে এবং বনাঞ্চলগুলিতে ধনুকের সাহায্যে যুদ্ধ করতে হবে। শক্তিশালী সেনাদেরকে সৈন্যদলের সম্মুখভাগে স্থাপন করতে হবে। এইভাবে বিভিন্ন উপায়ে অবলম্বন করে শত্রু রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, যুদ্ধের অভিলাষ পরিত্যাগ করে রাজা প্রথমে সাম, দান ও ভেদ নীতি অবলম্বন শত্রুকে বশে আনার চেষ্টা করবেন। কারণ যুদ্ধে জয় বা পরাজয় দুটোই অনিশ্চিত থাকে। যদি এই তিন নীতি ব্যর্থ হয় তবেই যুদ্ধ ঘোষণা করবেন।

রাজার প্রধান কর্তব্য যেমন রাজ্যরক্ষা করা তেমনি রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রধান কর্তব্যও রাষ্ট্র রক্ষা করা। পড়শি দেশ যাতে রাষ্ট্রের উপর কোনো বিরূপ প্রভাব না ফেলে কিংবা শত্রুরাষ্ট্র যাতে রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ করতে না পারে তার জন্য রাষ্ট্রপ্রধানগণ বিভিন্ন ধরনের নীতিকে আশ্রয় করেন। বিভিন্ন ধরনের কূটনৈতিক সম্পর্ক, বৈদেশিক নীতি, বিভিন্ন ধরনের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করে রাষ্ট্রনেতারা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলেন। প্রতিটি রাষ্ট্রের কিছু বন্ধুরাষ্ট্র এবং শত্রুরাষ্ট্র থাকে। বন্ধুরাষ্ট্রগুলি রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করে কিন্তু শত্রুরাষ্ট্রগুলি বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রের ক্ষতি করার চেষ্টা করে। রাষ্ট্রপ্রধানগণ নানাভাবে শত্রুরাষ্ট্রগুলিকে বশে রাখার চেষ্টা করবেন। তাঁরা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবেন। কিন্তু সাম, দান, ভেদ প্রভৃতি উপায়গুলির দ্বারা যদি শত্রু দেশকে কোনোভাবে বশীভূত করার না যায়, তারা যদি রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধনে সদাসচেষ্টা থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাই শ্রেয়। তবে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে বর্তমান যুদ্ধনীতিগুলি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমানে ইরান ও ইজরাইলের মধ্যে দীর্ঘদিনব্যাপী যে যুদ্ধ চলছে তা একদিকে যেমন দুই দেশেরই ক্ষতি সাধন করছে তেমনি অন্যদিকে এই যুদ্ধের কুপ্রভাব পড়ছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও। তাই প্রত্যেক দেশেরই কর্তব্য সর্বতোভাবে যুদ্ধ এড়িয়ে চলা। মনু সেই নির্দেশই দিয়েছেন।

যুদ্ধ করা ছাড়াও রাজাকে আরো অনেক রাজধর্ম তথা কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন, রাজা সর্বদা অলব্ধ বস্তু লাভ করতে চাইবেন, লব্ধ বস্তুকে যত্ন সহকারে রক্ষা করবেন, রক্ষিত বস্তুকে নানাভাবে বর্ধিত করার চেষ্টা করবেন এবং যা বর্ধিত হয়েছে তা সৎপাত্রে দান করবেন। এই চার প্রকার কর্ম পুরুষার্থ সাধক। বিচক্ষণ রাজা সর্বদা নিজের দোষকে প্রচ্ছন্ন রাখবেন এবং কৌশলে অন্যের দোষকে জানবেন। সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই উপায় চতুষ্টয়ের দ্বারা রাজা শত্রুপক্ষকে বশে আনবেন। নিজ রাজ্যের সাধু সন্ন্যাসী বা বিদ্বান ব্যক্তিদের প্রতি কখনোই প্রতিকূল আচরণ করবেন না। রাজ্যের ধর্মীয় কার্য সম্পাদনের জন্য পুরোহিত নিয়োগ করবেন, যজ্ঞানুষ্ঠান করবেন এবং নিজের কল্যাণের জন্য ব্রাহ্মণদের দান করবেন।

আমাদের যারা বর্তমান রাষ্ট্রনায়ক তাঁরা নানাভাবে রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। এর জন্য তাঁদেরকে বিভিন্ন কর্তব্য এবং দায়িত্ব পালন করতে হয়। মানুষ কখনো সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত হতে পারেনা। রাষ্ট্রনায়করা নিজেদের দোষকে প্রচ্ছন্ন রাখবেন যাতে সেই দোষাদি শত্রুপক্ষ কোনোভাবেই জানতে না পার। অন্যদিকে শত্রুপক্ষের যাবতীয় দোষ গোপনে জানার চেষ্টা করবেন। রাষ্ট্রের উন্নতি সাধনের জন্য রাষ্ট্রনায়করা শিল্প স্থাপন, নগরায়ন ইত্যাদি কাজে মনোনিবেশ করবেন। রাষ্ট্রের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ও সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চুক্তি স্থাপন করবেন। উন্নত দেশের উন্নত প্রযুক্তি স্বদেশের অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

রাজ্য পরিচালনার জন্য চাই নির্দিষ্ট শাসনপদ্ধতি। এই শাসনপদ্ধতি বিষয়ে আচার্য মনুর পরামর্শ —

"দ্বয়োস্ত্রয়াণাং পঞ্চানাং মধ্যে গুল্মমধিষ্ঠিতম্।
তথা গ্রামশতানাঞ্চ কুর্যাদ্ রাষ্ট্রস্য সংগ্রহম্।।"[৮]

অর্থাৎ রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রাজা দুটি, তিনটি, পাঁচটি এবং একশত গ্রামের মধ্যে একটি গুল্ম বা থানা নির্মাণ করবেন। রাজকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি, দশটি, কুড়িটি, একশতটি এবং এক সহস্র গ্রামের উপর পৃথক পৃথক অধিপতি নিযুক্ত করবেন। গ্রামে নিযুক্ত অধিপতিকে বলা হয় গ্রামিক, দশটি গ্রামের জন্য নিযুক্ত অধিপতিকে বলা হয় দশেশ, কুড়িটি গ্রামের জন্য নিযুক্ত অধিপতিকে বলা হয় বিংশতীশ। একশতটি গ্রামের জন্য নিযুক্ত অধিপতিকে বলা হয় শতেশ। এবং সহস্র গ্রামের জন্য নিযুক্ত অধিপতিকে বলা হয়

সহস্রপতি। গ্রামে উৎপন্ন দোষসমূহ গ্রামিক দশগ্রামপতিকে জানাবেন, দশগ্রামপতি সেই দোষসমূহ বিংশগ্রামপতিকে জানাবেন, বিংশগ্রামপতি সেই দোষসমূহ শতগ্রামপতিকে জানাবেন এবং শতগ্রামপতি সেই দোষসমূহ সহস্রপতিকে জানাবেন। গ্রামবাসীগণ কর্তৃক রাজাকেপ্রদত্ত অন্ন, পানীয় ইত্যাদির দ্বারা গ্রামিক জীবিকা নির্বাহ করবেন। দশগ্রামপতি এককুল (ছয়টি গরু যুক্ত হালের দ্বারা যতটুকু জমি চাষ করা যায়, সেই ভূমি 'কুল' পরিমাণ বিশিষ্ট), বিংশপতি পাঁচকুল, শতগ্রামপতি একটি গ্রাম এবং সহস্রপ্রতি একটি নগর ভোগ করবেন। সব ধরনের গ্রামপতিদের প্রশাসনিক কার্য দেখভাল করার জন্য রাজা একজন নিরপেক্ষ সচিব নিয়োগ করবেন। এছাড়াও গ্রামপতিদের আচরণ জানার জন্য রাজা গুপ্তচর নিয়োগ করবেন। অপকর্মে লিপ্ত, উৎকোচ গ্রহণকারী রাজকর্মচারীদের সর্বস্ব বাজেয়াপ্ত করে রাজা তাদেরকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করবেন।

আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থাও আচার্য মনুপ্রদর্শিত রাষ্ট্রনীতিকে অনুসরণ করে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চল ভিত্তিক থানা রয়েছে। এছাড়া প্রশাসনিক কার্যসমূহ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরনের অঞ্চলভিত্তিক প্রশাসনিক কার্যালয় রয়েছে। যেমন, অঞ্চল অফিস, ব্লক অফিস, মহকুমা অফিস, জেলা অফিস ইত্যাদি। অঞ্চল অফিসের প্রধান যিনি থাকেন তিনি অঞ্চল প্রধান, ব্লক অফিসের প্রধান হন BDO, মহকুমা দপ্তরের প্রধান হন SDO এবং জেলা অফিসের প্রধান হন DM। এছাড়াও এই সকল অফিসে বিভিন্ন দপ্তরের প্রশাসনিক কার্যসমূহ পরিচালনার জন্য দপ্তরভিত্তিক কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত থাকেন। বিভিন্ন দপ্তরে নিযুক্ত বিভিন্ন ধরনের কর্মীদের সরকার বেতন দিয়ে থাকেন।

রাজ্য পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ সংগ্রহের জন্য রাজা রাজ্যের প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করবেন। বিভিন্ন শ্রেণির প্রজাদের কাছ থেকে বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ কররূপে গ্রহণ করবেন। লোভের বশবর্তী হয়ে কখনোই প্রজাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত পরিমাণ কর গ্রহণ করবেন না। ক্রয়মূল্য, বিক্রয়মূল্য, পরিবহন খরচ, দ্রব্য রক্ষণাবেক্ষণ খরচ প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করে রাজা বণিকদের কাছ থেকে কর গ্রহণ করবেন —

"ক্রয়বিক্রয়মধ্বানং ভক্তঞ্চ সপরিব্যয়ম্।
যোগক্ষেমঞ্চ সংপ্রেক্ষ্য বণিজো দাপয়েত্ করান্।।"[৯]

পশু ও সোনার ক্ষেত্রে পঞ্চাশ ভাগের একভাগ, ধানের ক্ষেত্রে শস্যের পরিমাণ অনুযায়ী কর গ্রহণ করবেন। বৃক্ষ, মাংস, মধু, ঘি, গন্ধদ্রব্য, ঔষধি, পাতা, শাক, ঘাস, মাছ, চামড়ার জিনিস, মাটির পাত্র প্রভৃতির ক্ষেত্রে ছয় ভাগ কররূপে গ্রহণ করবেন। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বছরের নামমাত্র কর গ্রহণ করবেন। রাজ্য পরিচালনার জন্য যেমন কর গ্রহণ করা উচিত, তেমনি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কর ছাড়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। রাজা মুমূর্ষু হলেও কখনোই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে কর গ্রহণ করবেন না।

আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থাতেও রাষ্ট্রীয় কোষাগার সমৃদ্ধির মূল উৎস হলো করব্যবস্থা। রাষ্ট্রের প্রজারা তাদের আয়ের পরিমাণ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের অয়কার সরকারকে দিয়ে থাকে। প্রতিবছর বাজেট ঘোষণার সময় এই আয়কর নীতিকে সংস্কার করা। সরকার অল্প উপার্জনকারী প্রজাদের কাছ থেকে কর গ্রহণ করেন না। বর্তমানর নিয়ম অনুযায়ী বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা উপার্জনকারী ব্যক্তিদেরকে কোনো আয়কর দিতে হয় না। যে দেশের আয়কর ব্যবস্থা তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগার যত সমৃদ্ধ সেই দেশের সরকারি পরিষেবা তত উন্নত। রাষ্ট্রীয় কোষাগরের সমৃদ্ধি কর্মসংস্থানের সুযোগকে বাড়িয়ে তোলে।

আচার্য মনুর নির্দেশিত শাসনব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে চলেছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। রাষ্ট্রীয় শাসননীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মনুসংহিতার জুড়ি মেলা ভার। আমরা যদি বিভিন্ন দেশের শাসনব্যবস্থা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব, দেশভিত্তিক শাসনপদ্ধতির ভিন্নতা থাকলেও প্রায় সকল দেশের শাসনব্যবস্থার ধরন একই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, করব্যবস্থা সকল দেশের শাসনব্যবস্থার অঙ্গ কিন্তু বিভিন্ন দেশের কর গ্রহণ পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের। সুতরাং ভারতীয় এই স্মৃতিশাস্ত্র শুধু যে ভারতীয় শাসনব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে তা নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এর প্রভাব অনস্বীকার্য।

© Santiniketan Sahityapath

তথ্যসূত্র:

১। মনুসংহিতা / সপ্তম অধ্যায় / শ্লোক ৩, ৪
২। মনুসংহিতা / সপ্তম অধ্যায় / শ্লোক ১৪
৩। মনুসংহিতা / সপ্তম অধ্যায় / শ্লোক ৪১, ৪২
৪। মনুসংহিতা / সপ্তম অধ্যায় / শ্লোক ৪৭, ৪৮
৫। মনুসংহিতা / সপ্তম অধ্যায় / শ্লোক ৬৩
৬। মনুসংহিতা / সপ্তম অধ্যায় / শ্লোক ৭৬
৭। মনুসংহিতা / সপ্তম অধ্যায় / শ্লোক ৯১-৯৩
৮। মনুসংহিতা / সপ্তম অধ্যায় / শ্লোক ১১৪
৯। মনুসংহিতা / সপ্তম অধ্যায় / শ্লোক ১২৭

সহায়ক গ্রন্থ:

১। অন্নদাশঙ্কর পাহাড়ী, ‘মনুসংহিতা (সপ্তম অধ্যায়)’, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর ২০০৪
২। সুমিতা বসু ন্যায়তীর্থ, ‘মনুসংহিতা (সপ্তম অধ্যায়)’, বি. এন. পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০১৮
৩। দেবদাস মণ্ডল, ‘ভারতীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও রাজনীতি’, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জুলাই ২০১৯
৪। সুমিতা বসু ন্যায়তীর্থ, ‘Indian Social Institutions and Polity’, বি. এন. পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০২১

Prantik Gabeshana Patrika